



176290 - আশুরার রোযার মাধ্যমে ছগরি গুনাহ মাফ হবে; কবরি গুনাহ তওবা ছাড়া নয়

প্রশ্ন

আমি যদি মদ্যপ হই এবং আগামীকাল ও এর পরের দিন (মুহররম এর ৯ তারিখ ও ১০ তারিখ) রোযা রাখার নয়িত করি আমার রোযা কি ধরতব্য হবে এবং এর মাধ্যমে আমার বগিত এক বছর ও আগত এক বছরের গুনাহ মাফ হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

যে রোযার মাধ্যমে আল্লাহ দুই বছরের গুনাহ মাফ করেন সেটো আরাফার দিনের রোযা। আর আশুরার রোযার মাধ্যমে আল্লাহ এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করেন। আরাফার দিনের রোযার ফযলিত সম্পর্কে জানতে [98334](#) নং প্রশ্নোত্তর দেখুন। আর আশুরার রোযার ফযলিত সম্পর্কে জানতে [21775](#) নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।

দুই:

নিঃসন্দেহে মদ পান করা কবরি গুনাহ। বিশেষতঃ পুনঃপুনঃ পান করতে থাকা। কারণ মদ হচ্ছে সকল অশ্লীলতার মূল। এটা সকল অনিষ্টের পথ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদরে সাথে সম্পূর্ণ দশ ব্যক্তিকে লানত করছেন। ইমাম তরিমযি (১২৯৫) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদরে সাথে সংশ্লিষ্ট দশ ব্যক্তির ওপর লা’নত করছেন: যে মদ তৈরি করে, যে মদ তৈরি নরিদশে দেয়, যে মদ পান করে, যে মদ বহন করে, যার জন্য মদ বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়, যে মদ পান করায়, যে মদ বক্রি করে, যে মদরে আয় ভোগ করে, যে মদ ক্রয় করে, যার জন্য মদ ক্রয় করা হয়।” [আলবানি ‘সহিহু তরিমযি’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলছেন]

আপনার আবশ্যকীয় কর্তব্য হচ্ছে- মদ পান বর্জন করা, মদরে নশো থেকে তওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহিহ হাদিসে এসেছে: আরাফার দিনের রোযা দুই বছরের পাপ মচোন করে। আশুরার দিনের রোযা এক বছরের পাপ মচোন করে। কিন্তু ‘পাপ মচোন’ করে এই শর্তবধিকৃত কথার দ্বারা তওবা ছাড়া



কবরী গুনাহ মাফ হওয়াটা আবশ্যিক হয় না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘এক জুমা থেকে অপর জুমা এবং এক রমযান থেকে অপর রমযান’ এর ব্যাপারে বলছেন: “মাঝেরে সব গুনাহকে মচোন করে যদি কবরী গুনাহ থেকে বরিত থাকা হয়।” সবার জানা আছে যে, রযোয়ার চয়ে নামায উত্তম এবং আরাফার রযোয়ার চয়ে রমযানের রযো উত্তম; অথচ কবরী গুনাহ থেকে বরিত না থাকলে এগুলোর মাধ্যমে পাপ মচোন হয় না; যমেনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (এই হাদিসে) শর্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং কভিবে কল্পনা করা যায় যে, এক, দুই দিনেরে নফল রযোয়ার মাধ্যমে ব্যভচার, চুরি, মদ পান, জুয়া, যাদু ইত্যাদি গুনাহ মাফ হব? অর্থাৎ এ ধরণেরে গুনাহ মাফ হব না।”[আল-ফাতাওয়া আল-মসিরিয়্যা (১/২৫৪) সংক্ষিপ্ত ও সমাপ্ত]

ইবনুল কাইয়যমে (রহঃ) বলেন:

“কটে কটে বলে যে, আশুরার রযো গটো বছরেরে পাপ মচোন করে। আর আরাফার রযো সওয়াব বৃদ্ধিরে জন্য অবশ্যিট থাকল। এই প্রবঞ্চিত লোকটি জানে না যে, রমযানেরে রযো ও পাঁচ ওয়াক্ত নামায আরাফার রযো ও আশুরার রযোয়ার চয়ে উত্তম ও মহান। অথচ এগুলোর মাধ্যমে কবরী গুনাহ থেকে বরিত থাকার শর্তে পাপ মচোন হয়। তাই এক রমযান থেকে অপর রমযান, এক জুমা থেকে অপর জুমা ‘সগরী গুনাহ’ মচোন করানোর মত শক্তি পায় না; যদি না এর সাথে কবরী থেকে বরিত থাকা হয়। বরঞ্চ দুইটি বিষয় একযোগে হওয়ার পরে সগরী গুনাহ মাফ হয়।

তাহলে কভিবে একদিনেরে নফল রযো বান্দা কর্তৃক পুনঃপুনঃ সম্পাদতি সকল কবরী গুনাহকে তওবা ছাড়া মাফ করা হবে? এটা অসম্ভব।

তবে ‘আরাফার রযো ও আশুরার রযো সারা বছরেরে পাপ মচোন করে’ এই সাধারণ অর্থ ধরলে এটা আশ্বাসমূলক দলিলগুলোর অন্তর্ভুক্ত হতে কোন বাধা নই; যে দলিলগুলোর ক্ষেত্রে শর্ত পাওয়া ও প্রতবিন্দকতা মুক্ত হওয়া প্রয়োজ্য। তখন পুনঃপুনঃ কবরী গুনাহ-তে লপ্ত হওয়া গুনাহ মচোনেরে ক্ষেত্রে প্রতবিন্দক হব। আর কবরী গুনাহ-তে পুনঃপুনঃ লপ্ত না হলে তখন রযো ও কবরী গুনাহ-তে পুনঃপুনঃ লপ্ত না-হওয়া এ দুটো যটথ সহযোগতির ভিত্তিতে সকল গুনাহ মচোন করবে। যমেনভিবে রমযানেরে রযো, পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং কবরী গুনাহ হতে বরিত থাকা যটথ সহযোগতির ভিত্তিতে ছগরী গুনাহগুলোকে মচোন করে। তবে আল্লাহ তাআলা যে বলেছেন, “তোমাদেরকে যা নষিধে করা হয়েছে তার মধ্যে যা কবরী গুনাহ তা থেকে বরিত থাকলে আমরা তোমাদের ছোট পাপগুলো মার্জনা করে দবি।”[সূরা নসি, আয়াত: ৩১] এর থেকে জানা যায় যে, কোন একটি বিষয়কে পাপ মচোনেরে কারণ বানানো হলেও অন্য একটি কারণ এই কারণের সাথে একত্রিত হয়ে পাপ মচোনে যটথ সহযোগতি করতে কোন বাধা নই। আর দুইটি কারণ যটথভাবে একটি কারণেরে চয়ে পাপ মচোনেরে শক্তি বেশি রাখতে। ‘কারণ’ যত শক্তিশালী হব পাপ মচোনেরে ক্ষমতা তত অধিক হব।”[আল-জাওয়াব আল-কাফি, পৃষ্ঠা-১৩ থেকে সমাপ্ত]



আব্দুল্লাহ বনি উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, “যে ব্যক্তি মদ পান করে চল্লিশ দিন পর্যন্ত আল্লাহ তার নামায় কবুল করেন না। সে তওবা করলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। সে যদি পুনরায় তা পান করে তবে আল্লাহ চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায় কবুল করবেন না। যদি তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। আবার যদি সে তা পান করে তবে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায় কবুল করবেন না। কিন্তু সে যদি তওবা করে তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। চতুর্থবার পুনরায় সে যদি তা পান করে তবে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায় কবুল করবেন না এবং তওবা করলেও আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন না। পরন্তু তাকে ‘নহর-খাবাল’ (জাহান্নামীদের পূজরে নহর) থেকে পান করাবনে।” [সুনানে তরিমযি (১৮৬২), আলবানি ‘সহিহু তরিমযি’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলছেন]

মুবারকপুরী ‘তুহফাতুল আহওয়ালি’ গ্রন্থে বলেন:

বিশেষভাবে নামায়কে উল্লেখ করা হয়েছে যেহেতু শারীরিক ইবাদতের মধ্যে নামায় সর্বোত্তম ইবাদত। অতএব, নামায় যদি কবুল না হয় অন্য ইবাদত কবুল না হওয়া আরও অধিক যুক্তযুক্ত। [তুহফাতুল আহওয়ালি (৫/৪৮৮) থেকে পরমির্জতি ও সমাপ্ত]

একই ধরণে কথা ইরাকি ও মুনাওয়য়ি বলছেন।

অতএব, পুনঃপুনঃ মদ পান করতে থাকলে যদি ইবাদতগুলো কবুল না হয় তাহলে আশুরার রোযা কভাবে কবুল হবে?! আর কভাবে এক বছরে পাপ মচোন করবে?!

আপনার কর্তব্য হচ্ছে- অবলিম্বে খালসে ও বিশ্বস্ত তওবা করা এবং মদ পানরে মত জঘন্য যে কাজ করে আসছেন তা ছেড়ে দয়্যা এবং আপনি যে কসুরে মধ্যে আছেন সটোর ঘটতি পূরণে চেষ্টা করা। বেশি বেশি নিকেরি কাজ করা। আশা করি আল্লাহ আপনার তওবা কবুল করবেন, ইতপূর্বে আপনি যে কসুর করছেন ও আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করছেন তা এড়িয়ে যাবেন।

তনি:

এতক্ষণ আমরা যা উল্লেখ করেছি এগুলো আরাফার দিন রোযা রাখা, আশুরার দিন রোযা রাখা কবিা আপনার ইচ্ছানুযায়ী নামায়, রোযা, সদকা ও কুরবানি ইত্যাদি অন্য যে কোন নফল আমল করার ক্ষেত্রে কোন বাধা নয়। কারণ মদ পান করা এ সকল ইবাদত পালনে প্রতিবন্ধকতা তরী করবে না। কবরি গুনাহ-তে লপিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, আপনি নিজেকে অন্য সকল নকী ও ভাল কাজ থেকে দূরে রাখবেন; এতে তো অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকবে। বরং আপনি অবলিম্বে তওবা করুন, মদ পান ছেড়ে দিন, বেশি বেশি নিকে কাজ করুন; এমনকি কখনও কুপ্রবৃত্তি যদি কোন গুনাহ করার ক্ষেত্রে আপনাকে



পরভূত করে ফেলে তবুও।

কেননা আমল সঠিকি হওয়া ও কবুল হওয়া এক জনিসি; আর এক বছর বা দুই বছরে গুনাহ মচোনরে বশিষে মর্যাদা লাভ করা অন্য জনিসি।

জাফর বনি ইউনুস বলনে:

একবার তিনি শামরে এক কাফলোর যাত্রী ছিলেন। আরব দস্যুরা কাফলোর উপর হামলা করে কাফলোককে পাকড়াও করল। দস্যুরা কাফলোককে দস্যুনতোর কাছে পশে করল। সবে এক থলবিবের করল; এর ভতিরে চনিও বাদাম ছিল। দস্যুরা সবাই এগুলো খলে। কনিতু দস্যুনতো কছিই খলে না।

আমি বললাম: তুমি খলে না কেন? সবে বলল: আমি রয়োদার!

আমি বললাম: তুমি ডাকাত কর, সম্পদ ছনিয়ে নাও, মানুষ হত্যা কর। আবার রয়োও থাক?!

সবে বলল: শাইখ, আমি সংশোধনরে জন্য কছি সুযোগ রাখছি!!

একটা সময় পর আমি তাকে ইহরাম অবস্থায় বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে দেখে বললাম: তুমি সেই লোক না?

সবে বলল: সেই রয়ো আমাকে এই পরযায়ে নিয়ে এসছে!![তারখি দমিশক্ (৬৬/৫২)]